



81995 - যবে ব্যক্তিকোন গায়রমে মোহরমে নারীকে চুম্বন করছে সে কবিযভচারী হসিবে গণ্য হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এক নারী আমাকে চুম্বন করছে। তাতে সাড়া দিয়ে আমিও তাকে চুম্বন করছি এবং আমরা একে অপরকে স্পর্শ ও চুম্বন করতে থাকলাম। অনতবিলম্বে সে আমাকে চূড়ান্ত যত্ন করমরে আবদেন জানাল। কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে ব্যভচারের শাস্তির ভয়ে তা হতে বরিত থেকেছি। আমি যা করছি সে করমরে কারণে আমি কিনিাকারী (ব্যভচারী) গণ্য হবে? আমি শুধু আঙুল প্রবশে করিয়েছিলাম।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এই নারীকে চুম্বন ও স্পর্শ করার মাধ্যমে আপনি নিকৃষ্টতম গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছেন। আপনার অনুতপ্ত হয়ে এ গুনাহ থেকে তওবা করা এবং এর থেকে ফরিয়ে আসার অটল সিদ্ধান্ত নয়ো অনবির্ষ। এছাড়া এই ধরনের ফতিনাতে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় উপায় উপকরণ হতে দূরে থাকাও আপনার কর্তব্য। যমেন, বগোনা নারীর সাথে মলোমশো, নরিজনবাস, হারাম দৃষ্টি ইত্যাদি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ব্যভচারের কবরি গুনাহ হতে বাঁচিয়েছেন; যবে গুনাহকারীর জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠনি শাস্তি ঘোষণা করছেন। যদি এই গুনাহকারী বিবাহতি হয় তাহলে তাকে পাথর নকিষপে হত্যা করা হবে। আর যদি অববিহতি হয় তাহলে তাকে ১০০ বতেরাঘাত করা হবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে জানিয়েছেন, যনিাকারীদেরকে কবরে শাস্তি দয়ো হয় এবং তনি আমাদরেকে আরো জানিয়েছেন সে শাস্তি কতই না মরমন্তুদ। দেখুন প্রশ্নোত্তর নং (8829)।

আল্লাহর সীমারখোগুলো লঙ্ঘনে এ মহলির কত বড় স্পর্ধা!! নজিহে হারামরে প্রত আহ্বান জানায়, অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় এবং কোন ভয়ভীতি ছাড়া পাপকাজে মতে উঠে। অপরদিকে আপনার উপর আল্লাহ তাআলার কত বড় অনুগ্রহ এই চরম মুহুরতে এসে আপনি নিজেকে সংবরণ করতে পরেছেন এবং স্মানরে শেষে জ্যোতটুকু আপনার অন্তরে জ্বলে উঠছে এবং আপনি এই মহা অন্যায় থেকে নজিকে বরিত রাখতে পরেছেন।

দুই:



যে ব্যভিচারেরে শাস্তির কথা আমরা ইতপূর্ববে উল্লেখ করছেসি ব্যভিচার হচ্ছে একটি যটোনাঙগ অপর একটি যটোনাঙগেরে ভতিরে পুবশে করানোর মাধ্যমে সংঘটিতি ব্যভিচার। এই কর্মেরে পূর্ববে যা কছি ঘটে থাকে যমেন, স্পর্শকরণ, চুম্বনকরণ, যটোনাঙগে অঙগুলি পুবশে করানো ইত্যাদি অতি গরহতি ও মারাত্মক গুনাহ। কনিত্তু এগুলোর জন্য ব্যভিচারেরে শাস্তি দিয়ে হবো না; বরং শক্ষিমূলক শাস্তি দিয়ে হবো। তবে ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের গুনাহগুলোকে ব্যভিচার হিসেবে আখ্যায়তি করা হয়ছে। যমেনটি এসছে সহহি বুখারি (৬২৪৩) ও সহহি মুসলমি (২৬৫৭) এর হাদসি। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণতি আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশ্চয় আল্লাহ বনি আদমেরে উপর যতটুকু যনি লখি রেখেছেন সে তা করবহে; এর থেকে কোন নসিতার নহে। চোখেরে যনি হচ্ছ- দেখো; জহ্বার যনি হচ্ছ- কথা, অন্তর কামনা করে ও উত্তজ্জতি হয় এবং যটোনাঙগ সটোকো বাস্তবায়ন করে অথবা বাস্তবায়ন করে না।” সহহি মুসলমি আরো এসছে- “দুই চক্ষুর যনি হচ্ছ- দেখো, দুই কানেরে যনি হচ্ছ- শুনা, জহ্বার যনি হচ্ছ- কথা, হাতেরে যনি হচ্ছ- ধরা, পায়েরে যনি হচ্ছ- হাঁটা, অন্তর কামনা-বাসনা করে; আর যটোনাঙগ সটোকো বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।”

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন: “দৃষ্টি ও কথাকে যনি বলা হয়ছে যহেতে এগুলো পুবকৃত যনির আহ্বায়ক। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যটোনাঙগ সটোকো বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।” ফাতহুল বারি হতে সংকলতি। সুতরাং আপনি অনতবিলিমবে তওবা করুন। এই মহলির সাথে সম্পর্ক ছনি করুন। এই মহলি আপনাকে ঈমান হারা করতে পারে, আপনার পুতঃপবতির চরতিরে কালমি লপেন করতে পারে এবং আপনাকে ফাসকে ও পাপাচারীদেরে কাতারে নিয়ে শামলি করতে পারে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় পুরার্থনা করছি। শয়তানেরে সকল ষড়যন্ত্রেরে ব্যাপারে আপনি সাবধান হোন। বগোনা নারীর দকি চোখ তুলে তাকানোর মাধ্যমে গুনাহর সূচনা হয় এবং ব্যভিচারেরে মাধ্যমে শেষ হয়। আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে পবতির রাখুন। আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।